১.সংবেদন কাকে বলে?
২.প্রত্যক্ষণ কাকে বলে?
৩.'গেস্টাল্ট'- শব্দের অর্থ কি?
৪.সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ এর মধ্যে দুটি করে মিল এবং অমিল লেখো।
৫.গেস্টাল্টবাদী কারা?
৬.সংবেদন এর গুণগুলি লেখো।
৭.মূর্তি কাকে বলে?
৮.বিশুদ্ধ সংবেদন কে কি জ্ঞান বলা যায়?
৯.উদ্দীপক কাকে বলে?
১০.প্রত্যক্ষণ এর চারটি বৈশিষ্ট লেখো।

Scanned with CamScanner

১) সংবেদন কাকে বলে?

⇒ বাহ্য জগতের কোনো বিষয় (উদ্দীপক) র সঙ্গে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপিত হয় তখন ওই উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে, ফলে ওই বিষয় সম্পর্কে যে প্রাথমিক বোধ উৎপন্ন হয় তাকে বলে সংবেদন।

২) প্রত্যক্ষ কাকে বলে?

⇒ মস্তিষ্ক দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়ে বিশুদ্ধ সংবেদন যখন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন তাকে বলে প্রত্যক্ষ বা perception.

৩) 'গেস্টাল্ট' শব্দের অর্থ কী?

⇒ 'গেস্টাল্ট' শব্দটি একটি জার্মান শব্দ। এর অর্থ হল সমগ্রতা।

৪) সংবেদন ও প্রত্যক্ষ - র মধ্যে দুটি করে মিল ও অমিল লেখো।

⇒ মিল →

ক) সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়েই বাহ্যজগৎ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

খ) সংবেদন ও প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিয়উদ্দীপনাজনিত।

অমিল →

ক) সংবেদন জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাত্ত বা উপাদান।

খ) সংবেদন হল প্রত্যক্ষের পূর্ববর্তী পর্যায়, প্রত্যক্ষ

Scanned with CamScanner

১) গেস্টালবাদী কারা?

⇒ গেস্টালবাদী হলেন ওয়ার্দায়মার, কফকা, কোয়েলার।

৪.৪. সংবেদনের ধর্ম (Attributes of Sensation.) বা গুণ 4.6

যে সব বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ প্রতিটি সংবেদনের মধ্যে থাকে, তাদের সংবেদনের ধর্ম বলে। মনোবিদ্ টিশেনার (Titchener) সংবেদনের চারটি ধর্মের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সংবেদন এমন এক মৌলিক মানসবৃত্তি যার চারটি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে। যথা—(১) গুণ (quality), (২) তীব্রতা (intensity), (৩) স্পষ্টতা (clearness) ও (৪) স্থায়িত্ব (duration)। মনোবিদ্ স্টাউট ((Stout) এই চারটি ধর্মের সঙ্গে আরও দুটি ধর্ম যুক্ত করেছেন। যথা— (৫) বিস্তার (extensity) ও (৬) স্থানগত বৈশিষ্ট্য (local character)। উল্লিখিত সর্বমোট ছয়টি ধর্মের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

Scanned with CamScanner

7) মূর্তি কাকে বলে?
=> প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যে অংশটি তুলনামূলকভাবে বেশি স্পষ্ট তাকে বলে মূর্তি।

8) বিশুদ্ধ সংবেদনকে কী জ্ঞান বলা যায়?
=> না, বিশুদ্ধ সংবেদন কোনো জ্ঞান নয়। কারণ এটি বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থপূর্ণ ওঠে না। তাই বিশুদ্ধ সংবেদন জ্ঞান হতে পারে না। এটি জ্ঞানের উপাত্ত বা উপকরণ।

Scanned with CamScanner

৪.২. উদ্দীপক কাকে বলে ? (**What is Stimulus ?**)

যা দেহে উদ্দীপনা ঘটাতে পারে ও সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে, তাই উদ্দীপক। অর্থাৎ **উদ্দীপক হল সংবেদনের কারণ**। উদ্দীপক এক শক্তি-বিশেষ— যে শক্তি সংবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ। যা দেহে উদ্দীপনা ঘটাতে ও সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে না, তা উদ্দীপক নয়।

Scanned with CamScanner

Q. 10 **প্রথমতঃ** প্রত্যক্ষ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে মানুষ বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে কোন একটিকে নির্বাচন করে। যে কোন বিশেষ সময়ে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানারকম সংবেদন লাভ করি। কিন্তু আমরা যে তাদের সকলকেই প্রত্যক্ষ করি তা নয়। বিভিন্ন কারণে নানা সংবেদনের মধ্যে আমরা একটি বা কয়েকটি সংবেদনকে নির্বাচন করে তাকে প্রত্যক্ষ করি। মানুষের ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং মানসিকতা তাকে বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে কোন একটি সংবেদনের প্রতি মনোযোগী করে তোলে এবং সেই সংবেদনই প্রত্যক্ষে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যক্ষ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সংবেদনের অস্পূর্ণতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি বস্তুর কিছু অংশের সংবেদন আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। যেমন, গাছের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যখন আমরা তার সন্মুখভাগের দিকে তাকাই তখন শুধুমাত্র সবুজ রং-এর সংবেদন হয়। কিন্তু সবুজ রং-এর সংবেদন হওয়ার পর আমাদের যে শুধুমাত্র সবুজ রং-এরই প্রত্যক্ষ হয় তা নয় আমরা সেই সংবেদনকে গাছ বলে প্রত্যক্ষ করি। এইভাবে একটি আংশিক ধর্মের সংবেদন পূর্ণতা লাভ করে। এই সম্পূর্ণতার জন্য আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা অনেকাংশে দায়ী। কারণ সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংবেদনের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করা হয়।

তৃতীয়তঃ সংবেদন শুধুই আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয় না। অতীত সংবেদনকে পুনরুজ্জীবিত করে প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণতা লাভ করে। বর্তমানে উপস্থাপিত সংবেদন অতীতের নানা সংবেদনকে দ্রষ্টার মনে উপস্থিত করে। তাই প্রত্যক্ষকে একই সঙ্গে presentative-representative বলা হয়। প্রত্যক্ষের মধ্যে একই সঙ্গে উপস্থাপনা এবং পুনর্জাগরণের প্রসঙ্গ আছে।

চতুর্থতঃ প্রত্যক্ষকে analytic-synthetic অর্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়া বলা হয়। সংবেদন গৃহীত হওয়ার পর একটি সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হতে পারে না যদি প্রত্যক্ষের বিষয়টিকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করা না হয়। একই সঙ্গে প্রত্যক্ষের বিষয় যে অন্যান্য সজাতীয় বস্তুর সদৃশ এই

Scanned with CamScanner